যায়যায়দিন

তারিখ: 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে?

মো. সিদ্দিকুর রহমান

কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রশিদের মাধ্যমে টাকা আদায় ও হিসাব রাখার নির্দেশ রয়েছে। অথচ সচ্ছল অভিভাবকদের কাছ থেকে রশিদের মাধ্যমে অর্থ আদায়ে দুর্নীতি, অপরদিকে শিশু শিক্ষার পরিবেশ যথাযথ না রাখা অযোগ্যতা। উভয় কারণে শিক্ষকদের শাস্তি পেতে হয়। এই অপবাদ থেকে ম্যানেজিং কমিটি তথা শিক্ষকদের অব্যাহতি দিয়ে শিশু শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করুক। সরকারিভাবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শিক্ষকসমাজের সুনাম ক্ষুণ্ন করা কোনো বিবেকবান মানুষের কাজ নয়। শিক্ষকদের অনেক অহেতুক কাজে ব্যস্ত রেখে মুখে বলতে শোনা যায়, শিক্ষকরা ঠিকমতো পড়ায় না। অনেকটা 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' প্রবাদের মতো। সরকার শিক্ষকদের এসব কাজ করার জন্য বলে নিজে সাধু সেজে শিক্ষককে দুর্নীতিপরায়ণ বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, বিষয়টি সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।

বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্বপ্ন বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা। সে লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা আসে সর্বাগ্রে। মানসম্মত শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধান করা। সচেতন অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে দেখেন, তাদের শিশু সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে প্রহরী আছে কি না। পরে দেখেন বিদ্যালয় গৃহ, বাথরুম- শৌচাগার শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত কি-না। তারপর দেখেন আশপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্কুল ড্রেস, নোটবুক ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন কেমন পর্যায়ের। তারপর তারা চিন্তা করেন শিক্ষকদের নিয়মিত পাঠদান সম্পর্কে। অথচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অনীহা স্বাধীনতার পর থেকে চরমভাবে বিদ্যমান।

সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ সব পর্যায়ে এমন কি সব বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে একাধিক এমএলএসএস প্রবেশদ্বারে একাধিক প্রহরী, সুইপার, নৈশপ্রহরী আছে। একমাত্র বঞ্চিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইদানীং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। যেখানে একাধিক কর্মচারী প্রয়োজন, সেখানে একজন নিয়োগের চিন্তাভাবনা তাও প্রক্রিয়াধীন। অনেকটা শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে একটুখানি সূর্যের আলোর ঝলকানি।

বর্তমানে বেসরকারি উদ্যোগে কম ছাত্র সংখ্যার বিদ্যালয়ে একজন, অধিক ছাত্র সংখ্যার বিদ্যালয়ে ৩-৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কাজ করে হিমশিম খাচ্ছেন। এই বেসরকারি কর্মচারীর বেতন সরকার দেন না। প্রায়ই বিদ্যালয়ের পানির মোটরসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামত, ময়লার ট্যাঙ্কি পরিষ্কার, বাথরুমে পানি সরানো, আসবাবপত্র মেরামত, উপকরণ তৈরি, অগণিত খরচ সবই বেসরকারি উদ্যোগ। সরকারিভাবে খাতাপত্র, চক, ডাস্টার, বিভিন্ন রেজিস্টার ক্রয় ইত্যাদির জন্য যে টাকা বছরে বরাদ্দ করে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। অপরদিকে মা সমাবেশ, ঈদে মিলাদুন্নবী, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষামেলা, উপকরণ মেলা, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান -শহীদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন তথা শিশু দিবস, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিন তথা জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টসহ নানা অনুষ্ঠান পালন করার সরকারি কোনো অনুদান নেই অথচ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ আছে। ত্রুটি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হয় না। অপরদিকে শিক্ষক স্বল্পতাহেতু বহু বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সরকার খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘ ৭ বছর যাবত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষক সঙ্কট দূরীকরণে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রশিদের মাধ্যমে টাকা আদায় ও হিসাব রাখার নির্দেশ রয়েছে। অথচ সচ্ছল অভিভাবকদের কাছ থেকে রশিদের মাধ্যমে অর্থ আদায়ে দুর্নীতি অপরদিকে শিশু শিক্ষার পরিবেশ যথাযথ ন রাখা অযোগ্যতা। উভয় কারণে শিক্ষকদে শাস্তি পেতে হয়। এই অপবাদ থেকে ম্যানেজিং কমিটি তথা শিক্ষকদের অব্যাহতি দিয়ে শিশু শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহ করুক। সরকারিভাবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শিক্ষকসমাজে সুনাম ক্ষুণ্ন করা কোনো বিবেকবান মানুষে কাজ নয়।

শিক্ষকদের অনেক অহেতুক কাজে ব্য রেখে মুখে বলতে শোনা যায়, শিক্ষক ঠিকমতো পড়ায় না। অনেকটা 'যত দো নন্দ ঘোষ' প্রবাদের মতো। সরকা শিক্ষকদের এসব কাজ করার জন্য ব নিজে সাধু সেজে শিক্ষককে দুর্নীতিপরায় বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, বিষয়টি সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।

এ প্রসঙ্গে একটা গল্পের অবতারণ করছি। এক দুষ্ট প্রকৃতির স্বামী তার স্ত্রীকে অনবরত মারধর করতেন। ক্রমাগত মারের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখে স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে এত মারধ করছেন কেন? স্বামী উত্তর দিলেন মারে পরিমাণ দেখে বুঝার কথা, আমি তোমাকে রাখব না। সরকার ক্ষমতায় আসার প শিক্ষকদের বেতনস্কেল পরিবর্তনস গেজেটেড মর্যাদা, সরকার শিক্ষকদে এন্ট্রি পদ ধরে পরিচালক পর্যন্ত প পদোন্নতি দেয়ার প্রতিশ্রুতিসহ বাংলাদে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১২ দফা দা এড়িয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসে শিক্ষকসহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের শাস্তি দি নিজ দোষের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারে ঊর্ধ্বতন মহল শিক্ষকদের শাস্তি বন্ধ ক শিশুদের প্রতি তাদের যথাযথ দায়ি[illegible] বেসরকারি শিক্ষকদের সমা[illegible] মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষার [illegible] সরকার পালন করবে। এই প্রত্যা[illegible] আমাদের সবাইর।

মো. সিদ্দিকুর রহমান: সাবেক সাধা সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমি